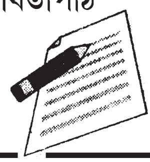

শব্দার্থ ও টীকা

19

নাজমা

নবনীতা দেবসেন

19.1 প্রস্তাবনা

মাঝে মাঝে আমরা গভীর দুঃখের সঙ্গে দেখি—এক ধর্মের কিছু মানুষ অন্য ধর্মের মানুষের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

ধর্ম মানুষে মানুষে মিলন ঘটায়। কিন্তু ধর্মান্ধতা অনেক সময়েই মানুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে। এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। এরই ফলে সৃষ্টি হয় সাম্প্রদায়িকতা।

এক সম্প্রদায়ের মানুষ তখন অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে সহ্য করতে পারে না।

সাম্প্রতিককালে গুজরাট শহরে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছিল তারই পটভূমিকায় ২০০২ সালের জুলাই মাসে কবি নবনীতা দেবসেন 'নাজমা' কবিতাটি লেখেন। কবিতাটি কবির রচিত 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' কাব্যগ্রন্থ থেকে সংকলিত হয়েছে।

নাজমা নামক একটি মেয়ের তরুণ স্বামীকে দিনের বেলা প্রকাশ্য রাজপথে বিভেদ সৃষ্টিকারী কিছু বর্বর মানুষ হত্যা করে। গায়ে পেট্রল ঢেলে তাকে পুড়িয়ে মারে। আমাদের দেশের একটা বড়ো অংশ জুড়ে আজ চলছে এরকম পৈশাচিক হত্যালীলা, যার ফলে নাজমার স্বামীর মতো অনেক মানুষকেই বিনা কারণে প্রাণ দিতে হচ্ছে।

এই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে কবি এখানে রুখে দাঁড়িয়েছেন। সমাজের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন।

19.2 উদ্দেশ্য

এই কবিতাটি পড়ার পর:

- সাম্প্রদায়িক বিভেদের নগ্ন রূপের সঙ্গে পরিচিত হবেন;
- ধর্মান্ধ মানুষেরা অনেক সময়ই নিজেদের মানবিকতা বিসর্জন দিয়ে অপর মানুষের খুনি হয়ে

ওঠে—একথা আপনারা জানতে পারবেন;

- জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষার পার্থক্য ভুলে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে সচেতন করবেন;
- সুস্থ জীবন গঠনে সাধারণ মানুষই যে শেষ কথা বলে একথা আপনারা বোঝাতে পারবেন।

19.3 মূল পাঠ

সেই মেয়েটির অনেক দূরে বাসা
সেই মেয়েটির তরুণ যুবক স্বামী
হঠাৎ উধাও অফিস যাবার পথে
ঠিক ছিল আজ বিকেল বেলায় ফিরে
বউকে নিয়ে টিভি কিনতে যাবে
বউ জানে না, যায়নি অফিস স্বামী
জানে না, তাই নাস্তা রেডি করা—
অফিস থেকে ফিরতে দেরি দেখে
মান হয়েছে, ঠোঁট ফুলেছে বউয়ের
আজকেও তার কাজের তাড়া এত?
আজকে ওরা কিনবে রঙিন টিভি
অফিস থেকে ধার-পাওয়া খুব সোজা
সদ্য ধারে কিনেছে লাল স্কুটার
এই তো সবে ঘর-সংসার শুরু
অল্পে-স্বল্পে হিসেব করে চলা
সকাল সকাল ফিরতে হবে কিনা
যাচ্ছিল তাই সকাল সকাল উঠে
অফিস আবার তিরিশ কিলোমিটার
বাসার থেকে অনেকটা পথ দূরে
আসতে যেতেই নষ্ট সময় বহু

হঠাৎ কারা ধরল পথের মাঝে
হ্যাঁচকা টানে নামিয়ে নিল নীচে
একটা, দুটো, দশটা মানুষ—কারা?
ওদের সঙ্গে নেই তো চেনাশোনা
ওদের সঙ্গে নেই তো রেষারেষি?
কী হল যে, কিছুই হল কিনা
বোঝার আগেই পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে
তেল বেরুলো যুবক স্বামীর গায়ে
তেল ছড়ালো ফুল ছড়ানোর মতো

শব্দার্থ ও টীকা

বাসা = বাসস্থান।

উধাও = নিরুদ্দেশ।

টিভি = টেলিভিশন ; বাংলাতে বলে দূরদর্শন।

নাস্তা = টিফিন / জলখাবার।

মান = অভিমান।

সদ্য = সবে / সম্প্রতি।

সকাল সকাল = তাড়াতাড়ি।

আসতে যেতেই = যাওয়া আসাতেই।

হ্যাঁচকা = হঠাৎ টান মারা।

রেষারেষি = শত্রুতা।

পেট্রোল ট্যাঙ্ক = পেট্রোল রাখার ট্যাঙ্ক বা পাত্র।

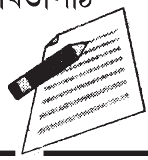

কে ছোঁয়ালো দেশলাইটার কাঠি?
জ্বললো শরীর জ্বললো যুবক স্বামী
ছটফটিয়ে ছটফটিয়ে খাক্
অট্টহাস্যে মাতলো বালক বুড়ো
জ্যান্ত মানুষ দ্যাখনা কেমন বাজির মতন পোড়ে।
সেই মেয়েটির অনেক দূরে বাসা
জানলা ধরে দাঁড়িয়ে গোটা রাতে
পাশের বাড়ির কেউ বলেনি তাকে
বর ফেরেনি অফিস থেকে কেন—
জানত সবাই—নাজমা একা বাদে
পরের দিনেই কাঁপলো গোটা পাড়া
পুলিশ এলেন, এন. জি. ও. রাও এলেন
নাজমা দ্যাখো এই ছবিটা কার?
—‘‘এই ছবিটা? মানুষ নাকি এটা—’’
নাজমা বলে, ‘‘নাঃ চিনিনা একে।’’
নাজমা, তবে এই যে স্কুটারখানা
এই নম্বর, এইটে চেনো নাকি?
হাহাকারের দুরন্ত ঝড় তুলে
জ্ঞান হারিয়ে আছড়ে পড়ে মেয়ে—
ওই স্কুটারের সওয়ার যে তার চেনা।
এই তো সবে কিনলো আজিজ ওটা।
বাচ্চা হবে এই সেপ্টেম্বরে
ছোটাছুটির অনেক আছে কিনা
নরোদা থেকে তিরিশ কিলোমিটার
দূরের অফিস, তাইতো স্কুটার কেনা।

নাজমা তবু সাবধানে খুব থাকে
খুব চেষ্টায় ভয় তাড়িয়ে বাঁচে
সরস্বতী কেন বলেছেন তাকে
—‘‘হার মেনো না, শক্ত হয়ে থাকো
এই পৃথিবীর বদল হতেই হবে।’’
নাজমা, ওটাই নয়, নয় শেষ কথা
আমরা আছি হাত ধরে তোর পাশে
পাপের ভরা পূর্ণ পৃথিবীতে
এবার বাঁচার একটাই পথ ; ওঠা।
অধঃপাতের ঠাঁই আছে আর কোথা?
আর গতি নেই ঊর্ধ্বগতি ছাড়া
নাজমা, তোমার ভাঙলে তো চলবে না

শব্দার্থ ও টীকা

ছটফটিয়ে = ছটফট করতে করতে
অট্টহাস্য = অতি উচ্চ বা বিকট হাসিতে।
জ্যান্ত = জীবিত।
পোড়ে = জ্বলে, দগ্ধ হয়।
গোটা রাত = সারা রাত।
বাদে = ছাড়া।
এন. জি. ও. = বেসরকারি সংস্থা। ইংরেজি শব্দটি হল Non-Government Organisation।
স্কুটার = দু-চাকার একধরনের যান।
দুরন্ত = অশান্ত, প্রবল, প্রচণ্ড।
হাহাকার = আর্তনাদ, শোকধ্বনি।
জ্ঞান = চেতনা।
আছড়ে পড়ে = বেগে মাটিতে পড়ে যাওয়া।
সওয়ার = আরোহী

তাড়িয়ে = দূর করে।
হার মেনো না = পরাজয় স্বীকার কর না।
শক্ত হয়ে থাকো = মনটাকে দৃঢ় করো।
বদল = পরিবর্তন।

অধঃপাত = মান, সম্মান, বুদ্ধি বিবেচনা হারিয়েছে যে মানুষেরা
ঠাঁই = স্থান, ঠিকানা।

শব্দার্থ ও টীকা

বৃক্ষ—গাছ। এখানে মাটিতে পা রেখে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো।

অন্য জগৎ— মানুষের বাঁচার উপযোগী জগৎ।

বজ্র—বাজ, অশনি।

নাজমা, তোমায় বৃক্ষ হতেই হবে
ভালোবাসায় ভর করে তুই দাঁড়া,
আমরা হব পায়ের তলার মাটি—
আমরা এক অন্য জগৎ দেব
প্রতিজ্ঞাতে বুক বেঁধে তুই দাঁড়া
অন্য জগৎ এই মাটিতেই আছে
আমরা ওকে আস্ত আকাশ দেব
নাজমা, আকাশ বজ্রেও ভাঙবে না!

(সংক্ষেপিত)

19.4 বিষয়ের রূপরেখা

দাঙ্গায় নিহত স্বামীর এক হতভাগ্য স্ত্রীর নিদারুণ দুঃখ এবং তাকে পরের জন্য লড়াইয়ের কাহিনি এই কবিতায় বর্ণনা করা হয়েছে। অন্তঃসত্ত্বা মহিলা যখন তার ঘর-সংসারকে আনন্দময় করে তোলার চেষ্টা করছে তখন তার ভরসাস্থল যে স্বামী তাকে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকারীরা জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করল। প্রিয় স্বামীর দগ্ধ বিকৃত মূর্তি দেখে সে একেবারে ভেঙে পড়ল, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল। তখন অন্য মহিলাদের প্রেরণায় সে আবার মাথা তুলে দাঁড়ানোর শক্তি পেল। তার ভবিষ্যৎ সন্তানের জন্য হিংসা ও পাপমুক্ত পরিবেশ গড়ার সংকল্প ঘোষিত হল।

19.4.1 সেই মেয়েটির .... নষ্ট সময় বহু

গদ্যরূপ:

সেই মেয়েটির বাড়ি অনেক দূরে। সেই মেয়েটির তরুণ যুবক স্বামী অফিস যাবার পথে হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। (তার) আজ বিকেলবেলায় বউকে নিয়ে টিভি কিনতে যাবার কথা ছিল।

তার স্বামী অফিস যায়নি বউ জানে না। তাই নাস্তা রেডি করা আছে। অফিস থেকে ফিরতে দেরি দেখে তার অভিমান হয়েছে, ঠোঁট ফুলেছে। আজকেও তার কাজের এত তাড়া কেন?

আজ ওরা রঙিন টিভি কিনবে। অফিস থেকে ধার-পাওয়া খুব সোজা। অফিস থেকে ধার করেই লাল স্কুটারটা কিনেছে। সদ্য তারা ঘর-সংসার শুরু করে অল্প-স্বল্প হিসেব করেই (সংসার) চালাচ্ছে।

তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে বলেই তাড়াতাড়ি উঠে যাচ্ছিল। বাড়ি থেকে অফিস তিরিশ কিলোমিটার দূরে। আসা-যাওয়া করতেই সময় অনেক নষ্ট হয়।

বক্তব্যসার:

একটি বিবাহিত মেয়ে আর তার স্বামী শহর থেকে অনেক দূরে বাস করে। স্বামী তরুণ যুবক, কাজ করে শহরেরই এক অফিসে। অফিস থেকে ফিরে স্ত্রীকে নিয়ে তার টিভি কিনতে যাবার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু অফিস

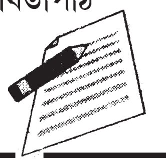

শব্দার্থ ও টীকা

যাবার পথেই সে উধাও হয়ে যায়।

মেয়েটি তো আর জানে না যে তার স্বামী অফিসেই যায়নি। স্বামী ফিরে এসে যাবে বলে তার জন্য নাস্তা তৈরি করে অপেক্ষা করছে সে। কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে এখনও কেন এল না সে। তাই খুব সঙ্গত কারণেই সে অভিমানী হয়েছে।

ওদের বিবাহিত জীবন সবে শুরু। টানাটানির সংসার। হিসেব করেই চলতে হয়। অফিস থেকে টাকা ধার করে স্কুটার কিনেছে কদিন আগে। আজও ধার করেই একটা রঙিন টিভি কেনার পরিকল্পনা।

অফিসটা তার দূরে, বাড়ি থেকে প্রায় তিরিশ কিলোমিটার পথ। যেতে আসতে সময় চলে যায় অনেক। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে বলে অন্যদিন থেকে আরও আগেই আজ সে অফিসে রওনা হয়েছিল।

পাঠগত প্রশ্ন : 19.1

1. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) 'নাজমা' কবিতার কবির নাম হল:

(অ) মল্লিকা সেন (আ) নবনীতা দেবসেন (ই) রাধারাণী দেবী

(খ) সেই মেয়েটির স্বামী বয়সে [(অ) বৃদ্ধ / (আ) যুবক / (ই) মাঝ বয়সী]

(গ) তার স্কুটারটি [(অ) নগদে কেনা / (আ) লটারিতে পাওয়া / (ই) ধারে কেনা]

(ঘ) তাদের টিভি কিনতে যাবার কথা [(অ) সকালে / (আ) দুপুরে / (ই) বিকেলে]

(ঙ) তার বাড়ি থেকে অফিস কত কিলোমিটার দূরে [(অ) তিরিশ / (আ) পঁচিশ / (ই) কুড়ি]

(চ) নাজমার স্বামী স্কুটারে করে কোথায় যাচ্ছিল? [(অ) দোকানে / (আ) বন্ধুর বাড়িতে / (ই) অফিসে]

2. একটি বাক্যে উত্তর লিখুন ঃ

(ক) 'বউ জানে না' — বউ কী জানে না?

(খ) 'মান হয়েছে, ঠোঁট ফুলেছে বউয়ের' — এর কারণ কী?

(গ) 'আসতে যেতেই নষ্ট সময় বহু'—কোথায় যেতে কেন সময় নষ্ট হয়?

19.4.2 হঠাৎ কারা .... নাজমা একা বাদে

গদ্যরূপ:

হঠাৎ কারা পথের মাঝখানে তাকে ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে (স্কুটার থেকে) নীচে নামাল। একটা, দুটো, দশটা মানুষ (যারা ওকে ধরতে এল) তাদের সঙ্গে ওর কোনও চেনাশোনা ও রেষারেষি নেই।

(এরপর) কী যে হল বোঝার আগেই পেট্রোল ট্যাঙ্ক থেকে তেল বেরুল যুবক স্বামীর গায়ে ফুল ছড়ানোর মত তেল ছড়াল। (তারপর) কে যেন দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে দিল।

যুবক স্বামীর শরীর জ্বললে (সে) ছটফট করতে থাকে। বালক বুড়ো অট্টহাস্যে মাতল। জ্যান্ত মানুষ বাজির মতন পোড়ে বলে (এবার) চেঁচাল।

সেই মেয়েটির বাড়ি অনেক দূরে। সারা রাত সে জানলা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে (ওর অপেক্ষায়)। তার বর অফিস থেকে ফেরেনি কেন পাশের বাড়ির কেউ তাকে জানায় না। নাজমা ছাড়া অন্য সবাই জানত (তার ফিরে না আসার কারণ)।

বক্তব্যসার:

অফিস যাবার সময় পথের মাঝেই কিছু অচেনা লোক তার পথ আটকায়। জোর করেই তাকে স্কুটার থেকে রাস্তায় নামায়। না, তাদের সঙ্গে তার কোনো শত্রুতা ছিল না। এমনকি তারা তার আগেকার কোনো পরিচিত মানুষও নয়।

কিছু বোঝার আগেই অতর্কিতে তারা গায়ে পেট্রোল ছড়িয়ে দিল—ফুল ছড়াবার মতো। আর তারপরই দেশলাই জ্বালিয়ে তার গায়ে আগুন লাগাল তারা।

সেই আগুনে পুড়ে গেল তার সমস্ত শরীর। জ্যান্ত শরীরটাকে ছটফট করতে করতে শেষ হয়ে যেতে দেখে ধর্মের ধ্বজাধারী ওই অসভ্য মানুষগুলোর কী আনন্দ! পৈশাচিক উল্লাসে তারা মেতে উঠল।

প্রকাশ্য দিনের আলোয় জনসমক্ষেই তাকে খুন হতে হল! মেয়েটির বাড়ি সেখান থেকে অনেক দূরে বলেই সে এই মর্মান্তিক দুঃসংবাদটি জানতে পারেনি। স্বামীর বাড়ি ফেরার প্রতীক্ষায় জানলার সামনে দাঁড়িয়ে পথের দিকে তাকিয়েই তাকে রাত কাটাতে হয়। পাড়া প্রতিবেশী সকলেই তার খুন হবার কথা জানলেও কেউই নাজমাকে সে-কথা জানাতে পারেনি।

পাঠগত প্রশ্ন : 19.2

1. পাঠ্য কবিতা থেকে শব্দ চয়ন করে শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন :

(অ) তেল ছড়াল, —— ছড়ানোর মতো।

(আ) জ্বললো শরীর —— যুবক স্বামী।

(ই) জ্যান্ত মানুষ দ্যাখ্‌না কেমন —— মতন পোড়ে।

(ঈ) জানলা ধরে দাঁড়িয়ে —— রাতে।

2. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) **'নামিয়ে নিল নীচে'**—কোথা থেকে নামাল?

(অ) বিছানা থেকে (আ) বাস থেকে (ই) স্কুটার থেকে

(খ) **তাকে নামিয়ে কী করল?**

(অ) অফিসে পৌঁছে দিল (আ) পুড়িয়ে মারল (ই) বাড়ি পৌঁছে দিল

3. (ক) **হঠাৎ কারা ধরল পথের মাঝে** — এখানে 'কারা' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

(অ) প্রতিবেশীদের (আ) ধর্মান্ধ মানুষের দলকে (ই) পুলিশ ও এন. জি. ও.-দের

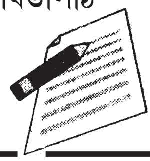

শব্দার্থ ও টীকা

(খ) **'জানত সবাই'**—সবাই কী জানত?

(অ) নাজমার বাড়ি থেকে ওর স্বামীর অফিস তিরিশ কিলোমিটার দূরে

(আ) বউকে নিয়ে নাজমার স্বামী টিভি কিনতে যাবে

(ই) নাজমার বর অফিস থেকে বাড়ি ফিরল না কেন

(গ) **ওদের সঙ্গে নেইতো চেনাশোনা**—'ওদের' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে?

(অ) নাজমার প্রতিবেশীদের (আ) প্রশাসনের কর্মচারীদের (ই) ধর্মান্ধ নিষ্ঠুর মানুষদের।

(ঘ) **ওদের সঙ্গে কার চেনাশোনা নেই?**

(অ) নাজমার (আ) নাজমার স্বামীর (ই) পুলিশ কর্মচারীদের।

19.4.3 পরের দিনই .... এই কী তোমার স্বামী

গদ্যরূপ:

পরের দিনেই পুলিশ ও এন. জি. ও.-রাও আসাতে সমস্ত পাড়া কেঁপে উঠল। 'নাজমা, এই ছবিটা কার, দেখো' —'এই ছবিটা? এ কী মানুষ' নাজমা বলে, 'না, চিনিনা ওকে।'

'নাজমা, তবে এই স্কুটারের নম্বরটা কী চেনা' (নম্বরটা দেখেই) চীৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মেয়েটি। (কারণ) ওই স্কুটারের আরোহী যে তার চেনা।

আজিজ তো সদ্য কিনলো ওটা। সেপ্টেম্বর মাসে (মেয়েটির) বাচ্চা হবে। নরোদা থেকে (আজিজের) অফিস তিরিশ কিলোমিটার দূরে। অনেক ছোটাছুটি আছে বলেই স্কুটারটি কেনা।

বক্তব্যসার:

পরদিন পুলিশ এল। এল এন. জি. ও.-র অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ। তাই গোটা এলাকাতেই আলোড়ন সৃষ্টি হল। প্রশাসনিক ব্যক্তিরা নাজমাকে একটা ছবি দেখাল। কিন্তু ছবিটি দেখে স্বামীকে সনাক্ত করা নাজমার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

এবার তারা একটা স্কুটার দেখাল। স্কুটারের নম্বর নাজমা চিনতে পারল। ওই স্কুটারটা তো তার স্বামীর। আর তাতেই প্রবল শোকে, মহাশূন্যতার হাহাকারে সে সংজ্ঞাহীন হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল।

নাজমা সন্তানসম্ভবা। আগামী সেপ্টেম্বরেই তার সন্তান প্রসবের কথা। তাই এখন তার স্বামীকে অনেক ছোটাছুটি করতে হবে। অফিসটাও তার বাড়ি থেকে তিরিশ কিলোমিটার দূরে বলে যাতায়াতের সুবিধার জন্য স্কুটারটা তাকে কিনতে হয়।

পাঠগত প্রশ্ন : 19.3

1. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) নাজমার স্বামীর নাম কী?

(অ) আজিজ (আ) আজিম (ই) কাসেম

(খ) **'ওই স্কুটারের সওয়ার যে তার চেনা'**—এখানে কার চেনা?

(অ) নাজমার (আ) নাজমার প্রতিবেশীর (ই) নাজমার স্বামীর

(গ) **সওয়ার কে ছিলেন?**

(অ) নাজমার স্বামী (আ) জনৈক পুলিশ কর্মচারী (ই) নাজমার এক প্রতিবেশী

(ঘ) **সেই সওয়ারের পরিণতি কী হয়েছিল?**

(অ) তাকে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছিল।

(আ) তাকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল।

(ই) পথচারীরা তাকে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছিল।

2. উত্তর লিখুন:

(ক) **'এই ছবিটা? মানুষ নাকি এটা'**— ছবিটা মানুষের নয় বলে বক্তার মনে সন্দেহ জাগল কেন?

(খ) **'পরের দিনেই কাঁপলো গোটা পাড়া।'**— সেদিন পাড়া কাঁপল কেন?

19.4.4 নাজমা তবু .... আকাশ বজ্রেও ভাঙবে না

গদ্যরূপ:

নাজমা ভীতি দূর করে সাবধানেই থাকে। সরস্বতী তাকে বলেছেন—হার না মানতে, শক্ত হয়ে থাকতে। এই পৃথিবী বদলাবেই।

নাজমা, ওটাই শেষ কথা নয়—পাপে ভরা এই পৃথিবীতে। তোর হাত ধরে আমরা তোর পাশে আছি। এখন ওঠাই হল বাঁচার একমাত্র পথ। অধঃপাতের স্থান আর কোথায় আছে?

ঊর্ধ্বগতি ছাড়া আর গতি নেই। নাজমা, তোমায় ভাঙলে চলবে না, তোমায় বৃক্ষ হতেই হবে। ভালোবাসায় ভর করে তোকে দাঁড়াতে হবে, আমরা পায়ের তলার মাটি হব।

তুই প্রতিজ্ঞায় বুক বেঁধে দাঁড়া। আমরা তোকে অন্য জগৎ দেব। অন্য জগৎ এই মাটিতেই আছে। আমরা তোকে গোটা আকাশ দেব নাজমা, আকাশ বজ্রেও ভাঙবে না।

বক্তব্যসার:

নাজমা বাঁচার চেষ্টা করে। মন থেকে ভয়ভীতি দূর করতে চায়। প্রতিবেশী জনৈকা মহিলা তাকে বেঁচে থাকার সাহস জোগান। তিনি ছিলেন জীবনের প্রতীক। শক্ত হাতে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে এই পরিস্থিতির পরিবর্তনের কথা বলেন।

প্রতিবেশীরা তাকে জানায় অশুভ শক্তিই শেষ কথা নয়। তার স্বামীর মৃত্যু অত্যন্ত বেদনার হলেও এ মৃত্যু জীবনের ছন্দ নষ্ট করতে পারে না। নাজমার পাশে দাঁড়িয়ে সবাইকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। অধঃপতিতদের বিদায় করাই এখন হবে বাঁচার একমাত্র পথ।

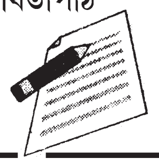

তাই তারা নাজমাকে অশুভ শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ না করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে বলে। মাটি থেকে শক্তি সঞ্চয় করে যেমন একটি গাছ উপরের দিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়ায় তেমনি দাঁড়াতে হবে নাজমাকে। সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে, বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবেশীদের ভালোবাসাই হবে তার পায়ের তলার মাটি। মানুষের প্রতি ভালোবাসাই হবে জীবনের মূলমন্ত্র।

নাজমার কোলে যে নতুন মানুষ আসছে তাকে বাঁচার মতো নতুন এক পৃথিবী দেবার শপথ নিয়ে তাকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এই মাটিতেই বর্বরতা ও মানুষের মমত্ববোধ—এই দুইয়ের সহ অবস্থান আছে। নাজমাকে কঠিন কঠোর হয়ে যেমন বর্বরতা ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে লড়তে হবে, তেমনি এক সস্নেহ মমতায় তার শিশুর জন্য গড়ে তুলতে হবে এক সুন্দর বলিষ্ঠ পৃথিবী। সে পৃথিবীকে বর্বরেরা ভেঙে টুকরো টুকরো করতে পারবে না। এক পরিপূর্ণ মানবিক স্নেহ ভালোবাসায় বেঁচে থাকবে নতুন প্রজন্মের মানুষ। তাই মা নাজমার সামনে একদিকে মানুষের শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়াই আর একদিকে মানবিক পৃথিবী গড়ার নতুন দায়িত্ব।

পাঠগত প্রশ্ন : 19.4

1. কবিতা থেকে শূন্যস্থান পূরণ করুন:

(অ) এই পৃথিবীর —— হতেই হবে।

(আ) অধঃপাতের —— আছে আর কোথা?

(ই) আমরা ওকে —— আকাশ দেব।

2. প্রতিটি বাক্যে একটি করে অন্য শব্দ দেওয়া আছে। পাঠ্যাংশ থেকে সঠিক শব্দটি ওখানে বসান:

(অ) আমরা থাকব হাত ধরে তোর পাশে।

(আ) আমরা হলাম পায়ের তলার মাটি।

(ই) অন্য পৃথিবী এই মাটিতেই আছে।

3. ঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

(ক) **'আমরা ওকে অন্য জগৎ দেব',**—'আমরা' বলতে কারা?

(অ) নাজমার স্বামীর সহকর্মীরা

(আ) প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা

(ই) নাজমার প্রতিবেশীরা।

(খ) **'ওকে' বলতে কার কথা বলা হয়েছে?**

(অ) নাজমার স্বামীর (আ) নাজমার (ই) যে শিশুটির জন্ম হতে যাচ্ছে তার

(গ) **'অন্য জগৎ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?**

(অ) সাম্প্রদায়িকতার জগৎ

(আ) অশিক্ষা ও কুসংস্কারের জগৎ

(ই) মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের জগৎ।

4. 'এবার বাঁচার একটাই পথ'—কী রকম বেঁচে থাকার কথা কবি বলেছেন?

5. কবি এই কবিতায় নাজমাকে নিজের মনের বল বাড়াতে বলেছেন কেন?

6. 'আমরা হব পায়ের তলার মাটি'—'পায়ের তলার মাটি' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

19.5 আপনি যা শিখলেন

1. ধর্ম অনেক সময়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের সেতু না হয়ে বিভেদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।
2. ধর্মান্ধ মানুষেরা নিজেদের মনুষ্যত্ববোধ নষ্ট করে ও অপরেকেও খুন করে।
3. ক্ষুদ্র সংকীর্ণতায় সমাজ ভাগাভাগি হয়ে যায়। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবন্ধ হতে হবে।
4. খুনিদের খুন করার লিপ্সা কখনই মনুষ্যজীবনকে স্তব্ধ করতে পারে না, পারে না তার এগিয়ে চলার ছন্দকে নষ্ট করতে।
5. বেঁচে থাকার জন্য মানুষের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার তার মনুষ্যত্ব।
6. সুস্থ জীবন গঠনে সাধারণ মানুষই শেষ কথা বলে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবনকে উজ্জ্বল করে তোলে।

19.6 পাঠান্ত প্রশ্ন

1. এই কবিতায় নাজমার প্রতিবেশিনীর যে ছবি ফুটে উঠেছে তা দশটি বাক্যে লিখুন।
2. নাজমার স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কে বা কারা—এ সম্পর্কে আপনার অভিমত দশটি বাক্যে লিখুন।

19.7 পাঠগত প্রশ্নের উত্তর

19.1

প্রশ্ন		উত্তর সংকেত
1. (ক)	———	(আ)
(খ)	———	(আ)
(গ)	———	(ই)
(ঘ)	———	(ই)
(ঙ)	———	(অ)
(চ)	———	(ই)
2. (ক)	———	স্বামী অফিস যায়নি
(খ)	———	স্বামী ফিরতে দেরি করছে
(গ)	———	অফিস যেতে আসতে

19.2

প্রশ্ন		উত্তর সংকেত
1. (অ)	———	ফুল

(আ) ——— জ্বললো
(ই) ——— বাজির
(ঈ) ——— গোটা
2. (ক) ——— ই
(খ) ——— আ
3. (ক) ——— আ
(খ) ——— ই
(গ) ——— ই
(ঘ) ——— আ

19.3

1. (ক) ——— অ
(খ) ——— অ
(গ) ——— অ
(ঘ) ——— আ

2. (ক) ——— গোটা শরীর পুড়ে বিকৃত হয়েছিল বলে
(খ) ——— পুলিশ এবং এন.জি.ও.-রা এল বলে

19.4

প্রশ্ন		**উত্তর সংকেত**
1. (অ)	———	বদল
(আ)	———	ঠাঁই
(ই)	———	আস্ত
2. (অ)	———	থাকব → আছি
(আ)	———	হলাম → হব
(ই)	———	পৃথিবী → জগৎ
3. (অ)	———	ই
(আ)	———	ই
(ই)	———	ই
4.	———	সাহসে ভর করে উঠে দাঁড়ানো
5.	———	তার ভাবী সন্তানের নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য
6.	———	সহযোদ্ধা

কবি পরিচিতি

নবনীতা দেবসেন সাহিত্য রচনা শুরু করেন কবিতা দিয়ে। খুব ছোটো বয়স থেকেই তিনি কবিতা লিখতেন। পিতা নরেন্দ্র দেব এবং মাতা রাধারানি দেবী—এই দুই বিখ্যাত কবির সন্তান হয়ে সাহিত্য- ক্ষেত্রে তাঁর প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা যেন উত্তরাধিকার অর্জন করা।

নবনীতার প্রথম বই **'প্রথম প্রত্যয়'** প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। তাঁর দ্বিতীয় বইও কবিতার বই— **'স্বাগত দেবদূত'**।

নবনীতা দেবসেন অনেকগুলো ভাষা জানেন। বাংলা, ইংরেজি ভাষা ছাড়াও হিন্দি, উড়িয়া, ফরাসি, জার্মান, সংস্কৃত, হিব্রু প্রভৃতি ভাষাতেও তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপিকা ছিলেন। কেবল কবিতাই নয়, উপন্যাস, ছোটোগল্প ও নানা ধরনের সাহিত্যচর্চা করেন তিনি।

নবনীতা দেবসেনের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাসের নাম হল : 'আমি অনুপম', 'প্রবাসে দৈবের বশে', 'অন্য দ্বীপ', 'স্বভূমি', 'একটি দুপুর', 'দেশান্তর', 'দ্বিরাগমন', 'রামধন মিত্র লেন' প্রভৃতি। উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ছোটোগল্প হল : গল্পগুজব, ভালোবাসা কারে কয়, খগেনবাবুর পৃথিবী, গল্পসংগ্রহ—১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খণ্ড, রাগ-অনুরাগ ও অন্যান্য গল্প, বাছাই গল্প প্রভৃতি।

সাহিত্যের প্রায় সকল বিভাগেই তাঁর রয়েছে অনায়াস বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। নাটক, ভ্রমণকাহিনি, শিশুসাহিত্য, রম্যরচনা, রূপকথা, সাহিত্য সমালোচনা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ প্রভৃতি। তাঁর অনেক গ্রন্থই বিদেশি ভাষায় অনূদিত হয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে। শিক্ষাবিদ নবনীতা কেবল ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েই নয়, আমেরিকা, কানাডা, মেক্সিকো, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স এবং জাপানের নানা বিশ্ববিদ্যালয়েও শিক্ষকতায় নিযুক্ত ছিলেন।

সমধর্মী রচনা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ধর্মমোহ' কবিতা।

কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা '৪৬-৪৭'।

আর একটি হল সমরেশ বসুর লেখা 'আদাব' গল্প।